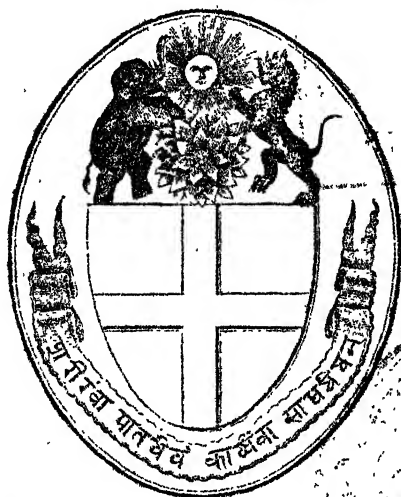


একেই কি বলে সভ্যতা?

(প্রহসন) ১



শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত

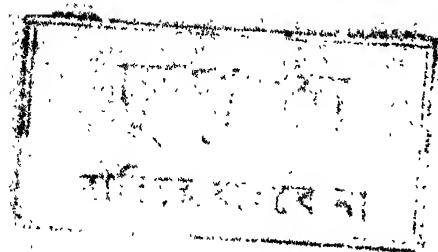
প্রণীত।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে
ক্ষ্যান্ধোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৬৯ সাল।



নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।



কর্ত্তা মহাশয়

নব বাবু

কালী বাবু

বাবাজী

ঐবদানাথ

গহিনী

প্রসন্নময়ী

হরকামিনী

মৃত্যুকালী

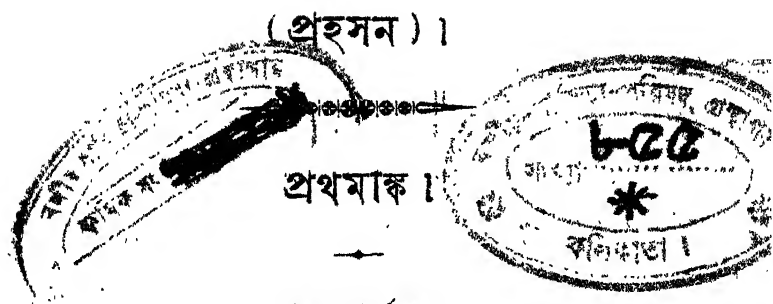
কমল

পরোধরী } খেমটাওয়ালী
নিতম্বিনী }

বাবুদল, সারজন, চৌকিদার, যন্ত্রীগণ, খানসামা, বেহারী,
দরওয়ান, মালী, বরকওয়ালী, মুটিয়াদ্বয়, মাতাল, বারবিলাসিনী-
দ্বয় ইত্যাদি ।

একেই কি বলে সভ্যতা?

(প্রহসন)।



প্রথমাক।

প্রথম গভাক।

নবকুমার বাবুর গৃহ।

দুপ্রাপ্য

নবকুমার এবং কালীনাথ বাবু—আসীন।

কালী। বল কি?

নব। আর তাই বলবো কি। কর্তা এত দিনের পর হুম্মাবন হতে ফিরে এসেছেন। এখন আমার আর বাড়ী থেকে বেরনো ভার।

কালী। কি সর্কনাশ! তবে এখন এর উপায় কি?

নব। আর উপায় কি? সভাটা দেখিচি এবলিশ্ কত্তো হলো।

কালী। বাঃ, তুমি পাগল হলে না কি? এমন সভা কি কেউ কখন এবলিশ্ করো থাকে? এত তুফানে নৌকা ঝাচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি হাল্ ছেড়ে দেওয়া উচিত? যখন আমাদের সবস্বিপ্সন্ লিফ্ট অতি পুরুর ছিল, তখন

আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ করেছিলাম, এখন—

নব। আরে ও সব কি আমি আর জানিনে, সে তুমি আমাকে আবার নতুন করে বলতে এলে ? তা আমি কি ভাই সাধ করে সভা উঠিয়ে দিতে চাচ্ছি ? কিন্তু করি কি ? কর্তা এখন কেমন হয়ে-চেন যে দশ মিনিট বদি আমি বাড়ী ছাড়বু হই তাহলে তখনি তত্ত্ব করেন। তা ভাই, আমার কি আর এখন সময় এটেও দেবার উপায় আছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

কালী। কি উৎপাত ! তোমার কথা শুনে, ভাই, গলাটা একবারে যেন শুথিয়ে উঠলো। ওহে নব, বলি কিছু আছে ?

নব। হব্ ! অত চোঁচিয়ে কথা কয়ে না, বোধ করি একটা ব্রাণ্ডি আছে।

কালী (মহর্ষে) জরু দি থিং। তা আনোনা দেখি।

নব। রমো দেখ্চি। (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) কর্তা বোধ করি এখনো বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন্নি। (উচ্চস্বরে) ওরে বোদে।

নেপথ্যে। আজ্ঞে বাই।

কালী। আজ রাতে কিন্তু, ভাই, একবার তোমাকে যেতেই হবে। (স্বগত) হাঃ, এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর নষ্ট করতে এলো ? এই নব আমাদের সদ্দার, আর মনি ম্যাটারে এই বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্বনাশ হবে, তার সন্দেহ নাই।

(বোদের প্রবেশ।)

নব। কর্তা কোথায় রে ?

বৈদ্য। আজ্ঞে দাদাবাবু, তিনি এখন বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন্নি।

একেই কি বলে সত্যতা

নব। তবে সেই বোতলট। আর একটা গাশী শীঘ্র করে
আন তো।

[বোদের প্রস্থান।]

কালী। ভাল নব, তোমাদের কর্ত্ত। কি খুব বৈষ্ণব হে ?

নব। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও ছুঃখের কথা তাই
আর কেন জিজ্ঞাসা কর ? বোধ করি কল্কাতায় আর এমন
ভক্ত দুটি নাই।

(বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ)।

কালী। এদিকে দে।

নব। শীঘ্র নেও তাই : এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোণার
লঙ্কাও নাই।

কালী। না থাকলো তো বোয়ে গেল কি ! এ তো আছে ?
(বোতল প্রদর্শন)। হা, হা, হা ! (মদ্যপান)।

নব। আরে করো কি, আবার ?

কালী। রমো তাই, আরো একটুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে
গুড় জেনেরেল হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যারিসনে
প্রৌরিজন্ জমাতে কশুর করে ? হা, হা, হা। (পুনর্মদ্য-
পান)।

নব। (বোদের প্রতি) বোতল্ আর গাশীট। নিয়ে যা, আর
শীগীর গোটাকতক্ পান্ নিয়ে আয়।

[বোদের প্রস্থান।]

কালী। এখন চল তাই, তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে একবার দেখা
করা যাগ্গে। আজ্ কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে, আজ্ তোমাকে
কোন্ শালা ছেড়ে যাবে।

নব। তোমার পায়ে গড়ি, ভাই, একটু আস্তে আস্তে কথা কও।

(পান লইয়া বোদের পুনঃ প্রবেশ)।

কালী। দে, এ দিকে দে।

নেপথ্যে। ও বৈদ্যনাথ।

[বোদের প্রস্থান।

নব। এই যে কর্তা বাইরে আসছেন। নেও, আর একটা পান নেও।

কালী। আমি ভাই পান তো খেতে চাইনে, আমি পান কত্তো চাই। সে বাহউক তবে চল না, কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গিয়ে।

নব। (সহাস্য বদনে) তোমার, ভাই, আর অতো ক্লেশ স্বীকার কত্তে হবে না। কর্তা তোমার গাড়ী দরোজায় দেখলেই আপনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন।

কালী। বল কি ? আই সে, তোমার চাকর বেটাকে, ভাই, আর একটু ত্রাণ্ডি দিতে বলো তো; আমার গলাটা আবার যেন শুথয়ে উঠছে।

নব। কি সর্বনাশ ! এমনিই দেখছি তোমার একটু যেন নেশা হয়েছে; আবার খাবে ?

কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক। ভাল, কর্তা এখানে এলে কি বলবো বল দেখি ?

নব। আর বলবে কি ? একটা প্রণাম করে আপনার পরিচয় দিও।

কালী। কি পরিচয় দেবো বলো দেখি, ভাই ? তোমাদের কর্তাকে কি বলবো যে আমি বিএরের—মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোণাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না শ্বশুর নয়—শত শাশু-ড়ির আলয়, আর উইলসনের আখড়ার নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—হা, হা, হা !

একেই কি বলে সভ্যতা ?

নব। আঃ, মিছে তামাসা ছেড়ে দেও, এখন সন্তি কি বলবে বল দেখি ? এক কর্ম কর, কোন একটা মন্ত বৈষ্ণব কামিলির নাম ঠাওরাতে পার ? তা হলে আর কথাটি কইতে হয় না।

কালী। তা পারবো না কেন ? তবে একটু মাটি দেও, উড়ে বেল্লারাদের মতন নাকে তিলক কেটে আগে মাধু হয়ে বসি।

নব। না হে না। (চিন্তা করিয়া) গরাণহাটার কোন্ ঘোষ না পরম বৈষ্ণব ছিল ?—তার নাম তোমার মনে আছে ?—ঐ যে যার ছেলে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়তো ?

কালী। আমি তাই গরাণহাটার প্যারী আর তার ছুকরি বিন্দি ছাড়া আর কাকেও চিনি না।

নব। কোন্ প্যারী হে ?

কালী। আরে, গোদা প্যারী। সে কি ? তুমি কি গোদা প্যারীকে চেন না ? তাই, একদিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেয়ে কত মজা করেছিলাম তার আর কি বলবো। সে যাক্, এখন কি বলবো তাই ঠাওরাও।

নব। (চিন্তা করিয়া) হাঁ—হয়েছে। দেখ, কালী, তোমার কে একজন খুড়ো পরম বৈষ্ণব ছিলেন না ? তিনি হৃদ্যবনে গিয়ে মরেন্।

কালী। হাঁ, একটা ওল্ড ফুল ছিল বটে, তার নাম রুক্ষ-প্রসাদ ঘোষ।

নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁর পরিচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও।

কালী। হা, হা, হা !

নব। দূর পাগল, হাসিন্ কেন ?

কালী। হা, হা, হা ! ভাল তা যেন হলো, এখন বৈষ্ণব বেটাদের দুই এক খানা পুঁথির নাম তো না শিখলে নয়।

নব। তবেই যে সাহসে। আমি তো সে বিষয়ে পরম
পণ্ডিত। রসো দেখি। (চিন্তা করিয়া) শ্রীমন্তগবদ্বীতা—গীত
গোবিন্দ—

কালী। গীত কি ?

নব। জয়দেবের গীত গোবিন্দ।

কালী। ধর—শ্রীমতী ভগবতীর গীত, আর—বিন্দাদূতীর
গীত—

নব। হা, হা, হা ! ভায়ার কি চমৎকার মেমরি।

কালী। কেন, কেন ?

নব। হু! কর্ত্তা আম্ছেন। দেখ, ভাই, যেন একটা বেস
করে প্রণাম করে।।

(কর্ত্তা মহাশয়ের প্রবেশ।)

কালী। (প্রণাম)।

কর্ত্তা। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কি ?

কালী। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ।
মহাশয়, আগনি—কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জান্-
তেন। আমি তাঁরি ভ্রাতুষ্পুত্র—

কর্ত্তা। কোন্ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ?

কালী। আজ্ঞে, ষাশবেড়ের—

কর্ত্তা। হাঁ, হাঁ, হাঁ। তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহা-
শয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি শ্রীহনুমানধাম প্রাপ্ত হন।

কালী। আজ্ঞে হাঁ।

কর্ত্তা। বৈচে থাক, বাপু। বসো। (সকলের উপবেশন)।
তুমি এখন কি কর, বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, কালেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাশে
পড়া ইয়েছিল, একগনে কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করা হচে।

একেই কি বলে সভ্যতা !

কর্তা। বেশ, বাপু। তোমার স্বর্গীয় খুড়া মহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন। বাবা, আমি তোমার সম্পর্কে জোঠা হই, তা জান ? কালী। আজ্ঞে।

কর্তা। (স্বগত) আহা, ছেলেটি দেখতে শুনতে ও মেমন, আর তেমনি সুশীল। আর না হবেই বা কেন ? কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না ?

কালী। জোঠা মহাশয়, আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার সেতে আজ্ঞা করুন—

কর্তা। কেন বাপু, তোমরা কোথায় যাবে ?

কালী। আজ্ঞে আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী নামে একটি সভা আছে সেখানে আজ মিটিং হবে।

কর্তা। কি সভা বললে বাপু ?

কালী। আজ্ঞে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা।

কর্তা। সে সভায় কি হয় ?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্ম-শাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কর্তা। তা বেশ কর। (স্বগত) আহা, কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না ! আর এ নবকুমারেরও তো আমার ঔরসে জন্ম। (প্রকাশে) তোমাদের শিক্ষক কে বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, কেন রাম বাচস্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক—

কর্তা। ভাল, বাপু, তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি ?

একেই কি বলে সভ্যতা !

কালী। (স্বগত) আ মলো ! এতক্ষণের পর দেখছি মালো।
(প্রকাশে) আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোণ্‌দেবের
বিন্দাদুতী।

কর্তা। কি বলো, বাপু?

নব। আজ্ঞে, উনি বলছেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আর জয়দেবের
গীতগোবিন্দ।

কর্তা। জয়দেব ? আহা, হা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-মাগর।

কালী। জ্যেষ্ঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয় তবে এক্ষণে আমরা
বিদায় হই।

কর্তা। কেন, বেল দেখছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা
তোমরা, বাপু, এত সকালে যাবে কেন ?

কালী। আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল কর্ম নির্বাহ করবো
বলে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগ্লে পাছে বেমো টেমো
হয়, এই ভয়ে সকালে গীট করি।

কর্তা। তোমাদের সভাটা কোথায়, বাপু?

কালী। আজ্ঞে, সীকুদার পাড়ার গলিতে।

কর্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক রাত্রি
করোনা।

নব এবং কালী। আজ্ঞে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

কর্তা। (স্বগত) এই কলিকাতা মহর বিবশ ঠাই, তাতে করে
ছেলেটিকে কি একলা পাঠিয়ে ভাল কল্যে? (চিন্তা করিয়া)
একবার বাবাজীকে পাঠিয়ে দি না কেন, দেখে আশুক ব্যাপারটাই
কি ? আমার মনে যেন কেমন মন্দেহ হচ্ছে যে নবকে যেতে দিয়ে
ভাল করি নাই।

[প্রস্থান।

একেই কি বলে সত্যতা ?

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

সিকদার পাড়া গ্রুট ।

(বাবাজীর প্রবেশ ।)

বাবাজী । (স্বগত) এই তো সিকদার পাড়ার গলি, তা কই ?
নব বাবুর সভাভবন কই ? রাধেকৃষ্ণ । (পরিক্রমণ) । তা, দেখি,
এই বাড়ীটাই বুঝি হবে । (দ্বারে আঘাত) ।

নেপথ্যে । তুমি কে গা ? কাকে খুঁজ্চো গা ?

বাবাজী । ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গীসতার বাড়ী ?

নেপথ্যে । ও পুঁটি দেহুতো লা, কোন্ বেটা মাতাল এসে
বুঝি দরজায় ঘা মারে ? ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো ।

বাবাজী । (স্বগত) প্রভো, তোমারি ইচ্ছে । হায়, এত দিনের
পর কি মাতাল হলেম্ !

নেপথ্যে । তুই বেটা কে রে ? পালা, নইলে এখনি চৌকীদার
ডেকে দেবো ।

বাবাজী । (বেগে পরিক্রমণ করিয়া সরোবে) কি আপদ !
রাধেকৃষ্ণ ! কর্তা মহাশয়ের কি আর লোক ছিল না, যে তিনি
আমাকেই একঘের্মে পাঠালেন ? (পরিক্রমণ) । এই দেখ্‌চি একজন
ভদ্রলোক এ দিকে আস্‌চে, তা একেই কেন জিজ্ঞাসা করিনে ।

(একজন মাতালের পুবেশ ।)

মাতাল । (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) ওগো, এখানে
কোথা যাত্রা হচ্ছে গা ?

বাবাজী । তা বাবু, আমি কেমন করে বলবো ?

মাতাল । সে কি গো ? তুমি না সং সাজেচ ?

বাবাজী । রাধেকৃষ্ণ !

সাতাল। তবে, শালা, তুই এখানে কচ্চিস্ কি ? হাঃ শালা।

[পৃস্থান।

বাবাজী। কি সর্বনাশ ! বেটা কি পাখণ্ড গা ? রাধেকৃষ্ণ ! এ গলিতে কি কোন ভক্তলোক বসতি করে গা ?—এ আবার কি ? (অবলোকন করিয়া) আহা, ত্রীলোক দুটি যে দেখতে নিতান্ত কদাকার তা নয়। এঁরা কে ?—হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ। (একদৃষ্টে অবলোকন)।

(দুইজন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে করিতে পুবেশ ।)

প্রথম। ওলো বামা, ওরো পোড়ারমুখের আক্কেল দেখ্‌লি ? আমাদের সঙ্গে যাচ্চি বলে আবার কোথায় গেল ?

দ্বিতীয়। তবে বুঝি আস্তে আস্তে পদীর বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতোভাগাকে রেখেচিস। আমি হলে এতদিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্তুম।

প্রথম। দাঁড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ বুড়ো খেজুরা দে বিষ খাড়্‌বো। আমি তেমন বান্দা নই, বাবা। এই বয়েসে কত শত কেটার নাকের জলে, চক্ষের জলে করে ছেড়েচি। চল্‌না, আগে মদনমোহন দেখে আসি ; এসে ওর শ্রাদ্ধ করবো এখন।

দ্বিতীয়। তুই যদি তাই পারবি তা হলে আর ভাবনা কি—ও থাকি, ঐ মোল্লার মতন কাচা খোলা কে একটা দাঁড়য়ে রয়েছে, দেখ্ ?

প্রথম। হ্যাঁ তো, হ্যাঁ তো। এই যে আমাদের দিকে আসছে। ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয় তাই, রসের বৈরিগী ঠাকুর। ঐ যে কুঁড়োজালি হাতে আছে। (হাস্য করিয়া) আহা, বিনবের রকম দেখ্‌ না—যেন ভুলসীবনের বাঘ।

একেই কি বলে নন্দ্যাতা ?

বাবাজী। (নিকটে আসিয়া) ওগো, তোমার বলতে পার, এখানে আনতরঙ্গিনী সভা কোথা ?

দ্বিতীয়। তরঙ্গিনী আবার কে ? (থাকিবে হারান করিয়া হস্ত)। বাবাজী, তরঙ্গিনী তোমার বহুমীর নাম বুঝি ?

প্রথম। আহা, বাবাজী, তোমার কি বহুমী হারয়েচে ? তা পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে ? যা হবার তা হয়েছে, কি করবে তাই ? এখন আমাদের সঙ্গে আসবে তো বল ?—কেমন বাম, ভেক নিতে পারবি ?

দ্বিতীয়। কেন পারব না ? পাঁচমিকে পেলিই পারি। কি বল, বাবাজী।

প্রথম। বাবাজী আর বলবেন কি ? চল আমরা বাবাজীকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে যাই। বল হরি, হরিবোল।

বাবাজী। (স্বগত) কি বিপদ ! রাধেকৃষ্ণ। (প্রকাশে) না বাছা, তোমরা যাও, আমার ঘাট্ট হয়েছে।

দ্বিতীয়। হেঁ, আমরা যাব বই কি ? তোমার তো সেই তরঙ্গিনী বই আর মন উঠবে না ? তা, আমরা যাই, আর তুমি এইখানে দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে কাঁদ। (বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া)

“ সাধের বহুমী প্রাণ হারয়েছে আমার ”।

[ছুইজন বারবিলাসিনীর পুনঃ।

বাবাজী। আঃ, কি উৎপাত ! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল !
—কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কি ? লাভের মধ্যে কেবল আশারি যন্ত্রণা মার। (পরিক্রমণ করিয়া) যদি আবার কিরে যাই তা হলে কর্তৃতা রাগ করবেন আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম ! এখন করি কি ? (চিন্তাভাবে অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) হেঁ, ভাল হয়েছে, এই একটা মুন্সিলআসান আসচে, ওর পিছনের আলোর আলোয় এই বেলা প্রস্থান করি—না—

ওমা, এজে সারজন সাহেব, রৌদ ফিরতে বেরিয়েচে দেখচি, এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি জানি যদি চোর বলো ধরে ? কিন্তু এখন বাই কোথা ? (চিন্তা) তাই ভাল, এই আডালে দাঁড়াই—ওমা, এই যে এসে পড়লো । (বেগে পলায়ন) ।

(সারজন ও চৌকীদারের আলোক লইয়া পুবেশ ।)

সার। হাল্লো ! চৌকীদার ! এক আডমী ওটার ভেঁড়কে গিয়া নেই ?

চৌকী। নেই ছাব, হামতো কুচ নেহি দেখা ।

সার। আলবট্ গিয়া, হাম্ ডেকা । টোম্ জলডী ডুডুকে যাও, উম্মরক ডেকো, যাও—যাও—জলডী যাও, ইউ সুওর ।

চৌকী। (বেগে অন্যদিকে গমন করিতে করিতে) কোন হয় রে, খাড়া রও ।

সার। ড্যাম ইওর আইজ—ইচার, ইউ কল ।

চৌকী। (ভয়ে) হঁ। ছাব, ইধর্ । (বেগে প্রস্থান) ।

সার। (ক্রোধে) আ ! ইফ আই কোন কোচ হিম—
নেপথ্যে । (উচ্চৈঃস্বরে) পাকড়ো পাকড়ো—উহুহুহু—
নেপথ্যে । আমি বাচ্চি বাবা, আর মারিস নে বাবা, মোহাই
বাবা, তোরা পারে গড়ি বাবা ।

নেপথ্যে । শালা চোন্টা, তোমারা ওয়াস্তে দোঁউড়কে হামারা
জান গীয়া ।

নেপথ্যে । উহুঁহুঁহুঁহুঁ—বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি
ডেকধারী বৈকর, বাবা ।

(বারাজীকে লইয়া চৌকীদারের পুবেশ ।)

সার। লা ইউ, টোম্ চোন্টা হয়

বাবাজী। (সত্ৰাসে) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানি নে, আমি—গো, গো, গো—

সার। হেং ইওর গো, গো, গো,—চুপরাও, ইউ বুলী নিগর, ডেকলাও টোমারা বোগ মে কিয়া হেয়। (বলপূৰ্ণক মালা গ্রহণ করিয়া আপনার গলার পরিধান) হা, হা, হা, হা ! বাপ রে বাপ,—হাম বড়া হিণ্ডু হুয়া—রাচে, কিম্ ডে ! হা, হা, হা !

বাবাজী। (সত্ৰাসে) দোহাই সাহেব মহাশয়, আমি গরিব বৈয়ব, আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও।—(গমনোদ্যত)।

চৌকী। খাড়া রও, শালা।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—দোহাই কোম্পানির।

সার। হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্লাক্‌কট্। ইয়েহ্ বোগমে আওর কিয়া হেয় ডেকে গা। (ঝুলি বলপূৰ্ণক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভুতলে পতন)।

সার। দেট্‌স্ রাইট্ ! ইউ সৃটি ডেভল্। কেন্কা চোরি কিয়া ! (চৌকীদারের প্রতি) ওক্কা ঠানে মে লে চলো।

বাবাজী। দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে দেও—দোহাই ধৰ্ম্মঅবতার, আমি ও টাকা চাই নে।

সার। মো নেই হোগা, টোম্ ঠানেমে চলো—কিয়া ? টোম্ বাগে নেই / আলবট্ ষানে হোগা।

চৌকী। চলবে, থানে মে চল্।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—আমি টাকা কড়ি কিছুই চাই নে ; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও, বাবা।

সার। (হাস্ত মুখে) কিয়া ? টোম্ নেই মাংটা !) আপন

জেরে টাকা রাখিয়া চৌকীদারের প্রতি) ওয়েল্‌ দেন্‌, হাম্‌ ডেক্টা
ওক্কা কুচ্‌ কনুর নেই, ওক্কা ছোড় ডেঙ।

বাবাজী। (সোজাসে) জয় মহাপ্রভু।

চৌকী। (বাবাজীর প্রতি জনান্তিকে) তোম্‌ হামকো তো
কুচ্‌ মিয়া নেই—আচ্ছা যাও, চলা যাও।

বাবাজী। না দাদা, আমি একবার জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় যাব।

চৌকী। হাঁ হাঁ, ঐ বাড়ীমে—ও বড়া মজাকি জাগ্‌গা হের।

সার। ডেকো চৌকীডার, রোপেনাকা বাট্—(ওঠে অঙ্গুলি
প্রদান)।

চৌকী। ঘো ছকুম, খাবিন্‌।

সার। মন্‌! ইজ্‌ দি ওয়ার্ড, মাই বয়! আবি চলো।

[সারজন ও চৌকীদারের পুস্থান।

বাবাজী। রাধেকৃষ্ণ! আঃ বাঁচলেন্‌, আজ্‌ কি কুলগ্নেই বাড়ী
থেকে বেরিয়েছিলেন! ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আব সারজন
বেটারও হাতপাতা রোগ আছে, তাই বকে—নইলে আজ্‌কে
কি হাজতেই থাকতে হতো, না কি হতো, কিছু বলা যায়না।

(হোটেল্‌ বাক্স লইয়া দুই জন মুটীয়ার প্রবেশ।)

এ আবার কি ? রাধেকৃষ্ণ—কি দুর্গন্ধ! এ বেটার! এখানে
কি আনছে? (অস্তে অবস্থিতি।)

প্রথম। ইং, আজ্‌ যে কত চিজ্‌ পেটিয়েচে তার হিসাব নাই,
বোর গরুদান্‌টা বেন বেঁকে যাচে।

দ্বিতীয়। দেখ্‌ মানুষ, এই হেঁছু বেটারাই ছুনিয়াদারির মজা
করে ন্যেলে। বেটারগো কি আরামের দীন, তাই।

প্রথম। মর বেকুন্‌ ও হারাম্‌খোর বেটারগো কি আর দীন
আছে? ওরা না মানে আজ্জা, না মানে দ্যেবতা।

একেই কি বলে সত্যতা ?

ষিড়ীর। লোকীন্ কোবল এই গকথোগো বেটা গণেশ...
মোগর পৌচঘর এত কেঁপে ওঠেতে; সাম হক্কেই বেটা...
ফের মাফিক বাঁকে বাঁকে আসে পড়ে; আর ক...
যে পিয়ে যায়, তা কে বল্‌তি পারে

প্রথম। ও কাদের মেরা, মোদের কি সারারাত এখানে
দেঁড়য়ে থাক্‌তি হবে! দরওয়ানজীকে ডাক না। ও দরওয়ানজী!
এ মাড়ুরাবাদি শাল। গেল কোখানে?—ও দরওয়ানজী; দরও-
রানজী।

নেপথ্যে। কোন হয় রে।

প্রথম। মোরা পোচঘরের ঘুটে গো।

নেপথ্যে। আও, ভিতর চলে আও।

[মুটিয়া গণের পুস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এসব কিসের
বাক্স ? উঃ, থু, থু, রাধেকৃষ্ণ ! আমি তো এ জ্ঞানভরঙ্গিনী
সভার বিষয় কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

নেপথ্যে। বেল ফুল।

নেপথ্যে। চাই বরোক্।

(মালি এবং বরোক্‌ওয়ালার পুবেশ)।

মালী। বেলফুল,—ও দরওয়ানজী, বাবুরো এসেচে।

নেপথ্যে। না, আবি আরা নেহি, খোড়া বাদ আও।

বরক্। চাই বরক্—কি গো দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। তোহি খোড়া বাদ আও।

[মালি এবং বরক্‌ওয়ালার প্রস্থান।

বাবাজী। (স্বগত) কি সর্বনাশ, আমি তো এহু কিছুই বুঝতে
পাচ্ছি না।

নেপথ্যে ঘুরে। বেল কুল—চাই বরোক।

(যন্ত্রীগণ সহিত নিভস্বিনী আর পয়োধরীর পূবেশ)।

নিভ। কাল্ যে ভাই কালীবারু আমাকে ব্যোণ্ডি খাইয়েছিল—উঃ, আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুচে। আজ যে ভাই আমি কেমন করে নাচবো তাই ভাবছি।

পয়ো। আমার ওখানেও সদানন্দ বারু কাল ভারি খুশ লাগিয়েছিল। আজ্ কাল্ সদানন্দ ভাই খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুষ আর দুটা পাওয়া ভার।

যন্ত্রী। চল, ভিতরে যাওয়া যাউক্। ও দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্ হ্যায় ?

পয়ো। বলি আগে ছুর ধোলো, তার পরে কোন্ হ্যায় দেখতে পাবে এখন।

নেপথ্যে। ওঃ, আপ্লোক হ্যায়, আইয়ে।

[যন্ত্রীগণ ইত্যাদির প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) একি চমৎকার ব্যাপার ! এরা তো কণ্ঠ্যী দেখতে পাচ্ছি। কি সর্বনাশ ! আমি এতক্ষণে বুঝতে পাচ্ছি কাণ্ডটা কি। নবকুমারটা দেখুঁচি একবারে বয়ে গেছে। কর্ত্তা মহাশয় এসব কথা শুনলে কি আর রক্ষে থাকবে ?

(নববাবু এবং কালীবাবুর প্রবেশ)।

নব। হা, হা, হা— জীমতী ভগবতীর গীত ! তোমার ভাই কি চমৎকার মেমরি ! হা, হা, হা।

কালী। আরে ও সব লক্ষীছাড়া বই কি আমি কখন খুলি না পড়ি, যে মনে থাকবে।

নব। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) একি, এজে বাবাজী হে ! কেমন ভাই কালী, আমি বলেছিলাম কি না যে কর্ত্তা একজন

না একজনকেই অবশ্যই আমার পেছনে পেছনে পাঠাবেন ; যা হোক, এক যে আমরা দেখতে পেলুম এই আমাদের পরবর্ত্য বলতে হবে ।

কালী । বল তো ও টেক্সাস শালাকে ধরে এনে একটু কার্ডল কট্লেট কি মটন চপ্ খাইয়ে দি—শালার জখটা সার্খক হটক ।

নব । চুপকর হে, চুপকর । এ ভাই ঠাট্টার কথা নয় । (অগ্রসর হইয়া) কি গো, বাবাজী যে ? তা আপনি এখানে কি মনে করে ?

বাবা । না, এমন কিছু না, তবে কি না একটা কর্ম বশতঃ এই দিগ দিয়ে যাচ্ছিলুম, তাই ভাবলুম যে নববাবুদের সভা ভবনটি একবার দেখে যাই ।

নব । বটে বটে ? চলুন, তবে ভিতরে চলুন ।

কালী । (জনান্তিকে নবকুমারের প্রতি) আরে করিস্ কি, পাগল ? এটাকে এর ভিতরে নেগেলে কি হবে ? আমরা তো আর হরিবাসর কতো যাচ্ছি নে ।

নব । (জনান্তিকে কালীর প্রতি) আঃ চুপ করনা । (একশে বাবাজীর প্রতি) বাবাজী, একবার ভিতরে পদার্পণ কল্যে ভাল হয় না ।

বাবা । না বাবু, আমার অন্যতরে কর্ম আছে, তোমরা যাও ।

[প্রস্থান ।

কালী । বল তো শালাকে ধাঁ করে ধরে এনে না হয় যা হুই লাগিয়ে দি ।

নব । দরওয়ান ।

(দৌবারিকের প্রবেশ) ।

দৌবা । মহারাজ ।

নব । ও লোগ সব আরা ?

দোঁবা। জী, মহারাজ।

নব। আচ্ছা, তোম যাও।

দোঁবা। জে। হুকুম, মহারাজ।

[প্রস্থান।

নব। আজ ভাই দেখচি এই বাবাজী বেটা একটা ভারি হেজাম করে বসবে এখন। বোধ করি ও ঐ মাগীদের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে।

কালী। পুঃ, তুমি তো ভারি কাউয়ার্ড হে! তোমার যে কিছু মরাল করেজ নেই। ও বেটাকে আবার ভয়?—চল।

নব। না হে না, তুমি ভাই এসব বোঝ না। চল দেখি গে বেটার হাতে কিছু ও কর্ম করে দিরা যদি মুখ বন্দ কভো পারি।

কালী। ননসেন্স! তার চেয়ে শালাকে গোটাকত কিছু দিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও না কেন। ড্যান্দি ক্রাট্! ও শালাকে এ পৃথিবীতে কে চায়? ওর কি আর কোন মিসন্ আছে?

নব। দূর পাগল, এসব ছেলেমানুষের কর্ম নয়। চল, আমরা হুজনেই ওর কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাক্ষ।

একেই কি বলে সত্যতা ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্ৰথম গর্তাঙ্ক ।

সভা ।

কতিপয় বাবুর প্রবেশ ।

চৈতন । নব আর কালী যে আজ এত দেরি করছে এর কারণ কি ?

বলাই । আমি তা কেমন করে বলবো ? ওহে ওদের কথা ছেড়ে দেও, ওরা সকল কর্ম্মই লীড় নিতে চায়, আর তাবে যে আমরা না হলে বুঝি আর কোন কর্ম্মই হবে না ।

শিবু । যা বল ভাই, কিন্তু ওরা দুজনে লেখা পড়া বেস্ জানে ।

বলাই । বিটুইন্ আওয়ার সেল্‌বস্, এমন কি জানে ?

মহেশ । ইঁ, ইঁ, সকলেরি বিদ্যা জানা আছে ! সে দিন যে নব এক খানা চিঠি লিখেছিল, তা তো দেখিইছি, তাতে লিগুলি মরের বে দুর্দশা তা তো মনে আছে ?

বলাই । এতেও আবার প্রাইড্ টুকু দেখেছো ? কালী আবার ওব্ চেয়ে এক কাটা সরেস্ত ।

চৈতন । আঃ, তারা কেও মানুষ ও সকল কথায় কাজ কি ? বিশেষ ওরা আছে বলে তাই আজও সভা চলছে—তা জান ?

মহেশ । তা টুর্নথ্ বলবো তার আর কেও কি ?

বলাই । আম্মা, সে কথা যাউক ; আমরাও তো মেঘর বটে, তবে তাদের দুজনের জন্যে আমাদের ওএই করবার আবশ্যক কি ?

শিবু। তাইতো। আমাদের তো কোরম্ হয়েছে, তবে এখন সত্যার কর্ম আরজ করা যাউক না কেন ?

মহেশ। হিরর, হিরর, আমি এ মোসন্ সেকেশ করি।

বলাই। হা, হা, হা, এতে দেখছি কারো অবজেক্সন নাই, একবারে নেম্ কন্—বাতো! হা, হা, হা।

মহেশ। (ঘড়ী দেখিয়া) নটা বাজতে কেবল পাঁচ মিনিট বাকী আছে, বোধ কবি নব আর কালী আজ এলো না, তা আমি চৈতন বাবুকে চারম্যান্ প্রোপোজ্ করি।

সকলে। হিরর, হিরর !

চৈতন। (গাত্রোখান করিয়া) জেন্টেলমেন্, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে সে পদে নিযুক্ত করেন, তার কর্ম আমি যত দূর পারি প্রাণপণে চালাতে কসুর করবো না,—নাউ টু বিজনেস্।

সকলে। হিরর, হিরর ! (করতালি)।

চৈতন। (উচ্চস্বরে) খানসামা—বেয়ারা—

নেপথ্যে। জি, আজ্ঞে।

চৈতন। গোটা দুই রাশি আর তামাক নে আর। (উপবিষ্ট হইয়া) যদি কারো বিয়ার খেতে ইচ্ছে হয় তো বল।

বলাই। এমন সন্ধ্যায় কোন্ শাল বিয়ার খায়।

সকলে। হিরর, হিরর।

(খানসামা এবং বেয়ারার মদ্য এবং তামাক লইয়া

প্ৰবেশ।)

চৈতন। সব্ বাবু লোককে সরাব দেও, (সকলের মদ্য পান) আমার বোতল গ্লাস সব হির। ধর দেও।

খানু। আচ্ছা বাবু।

[বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্ৰস্থান।

চৈতন। বেরা।—ঐ খেমট। ওয়ালিদের ডেকে দেতো।
আর দেখ, খানিকটে বরফ আন্।

বেরা।। যে আজ্ঞে।

[পুস্থান।

বলাই। আনি আমাদের নতুন চেয়ারমেনের হেলথ
দিতে চাই।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার (মদ্যপান করিয়া) হিণ্, হিণ্,
হরে, হরে।

[নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং যন্ত্রীগণের পুবেশ।

চৈতন। আরে এসো, বসো! কেমন ভাই, চিন্তে পার? তবে
ভাল আছ তো? (সকলের উপবেশন)।

নিত। যেমন রেখেছেন।

চৈতন। আমি আর তোমাকে রেখেছি কই? আমার কি
তেমন কপাল!

সকলে। ব্রাতো, হিরাব, (করতালি)।

চৈতন। ও পয়োধরি, একটু এদিকে সরে বসো না।

পযো। না, আমি বেস আছি।

চৈতন। (দ্বিতীয়ের প্রতি) বলাই বাবু, এঁদের একটু কিছু
খাওয়াও না।

চৈতন। এই এসো (সকলের মদ্যপান)।

শিবু। (চতুর্থের প্রতি) ও শালা, তুই স্বমুচ্চিস না কি?

মহেশ। (হাই তুলিয়া) না হে তা নয়, ঘুমবে। কেন?—নব
আসেনি বটে?

সকলে। (হাস্য করিয়া) ব্রাতো, ব্রাতো।

চৈতন। (পয়োধরীর হস্ত ধারণ করিয়া) একটি গাওনা
তাই।

পয়ে। এর পর হলে ভাল হয় না ?
 চৈতন। না না, পরে আবার কেন ? শুভকর্মে বিলম্ব কাজ কি।
 পয়ে। আচ্ছ। তবে গাই, (যন্ত্রী দিগের প্রতি) আড় খেমটা।

গীত।

রাগিণী শঙ্করা, তাল খেমটা।

এখন্‌কি অর্ নাগর্ তোমার্
 আমার্ পুতি, তেমন্ আছে।
 নূতন্ পেয়ে পুরাতনে
 তোমার্ সে যতন্ গিয়েছে ॥

তখন্‌কার ভাব থাকতো যদি,
 তোমায়্ পেতেম্ নিরবধি,
 এখন্, ওহে গুণনিধি,
 আমায় বিধি বাম হয়েছে।

যা হবার্ আমার হবে,
 তুমি তো হে সুখে রবে,
 বল দেখি শুনি তবে,

কোন্‌ নতুনে মন্‌ মজেছে ॥

সকলে। কিরাবাৎ, সাবাস, বেঁচে থাক বাবা, জীতা রও বাবা।
 চৈতন। ও বলাই বাবু, তুমি কেমন সাকী হে ?
 বলাই। সাকী আবার কি ?
 চৈতন। যে মদ দেয় তাকে পারসীতে সাকী বলে।
 শিবু। (গাইয়া) “ গরু ইয়ার নহে। সাকী ”।—

তা, এসো, (সকলের মদ্য পান) ।

চৈতন। চুপ কর তো, কে যেন উপরে আসছে না ?

বলাই। বোধ করি নব আর কালী—

(নব এবং কালীর পুবেশ) ।

সকলে। (সকলে গাত্রোথান করিয়া) হিণ্, হিণ্, হুরে।

কালী। (প্রমত্ত ভাবে) হুরে, হুরে।

নব। বসো, ভাই, সকলে বসো, (সকলের উপবেশন) দেখ ভাই, আজ আমাদের একসকিউজ কর্তে হবে, আমাদের একটু কর্ম ছিল বলে তাই আসতে দেরি হয়ে গেছে।

শিবু। (প্রমত্তভাবে) দ্যাট্‌স এ লাই।

নব। (জ্রুহভাবে) হোয়াট, তুমি আমাকে লায়র বল ? তুমি জান না আমি তোমাকে এখনি স্টুট করবো ?

চৈতন। (নবকে ধরিয়া বলাইয়া) হাঃ, যেতে দেও, যেতে দেও, একটা ট্রাইক্লীং কথা নিয়ে মিছে ঝকড়া কেন ?

নব। ট্রাইক্লীং !—ও আমাকে লাইয়র বললে—আবার ট্রাইক্লীং ? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বললে না কেন ? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললে না কেন ? তাতে কোন্ শালা রাগতো ? কিন্তু—লাইয়র—এ কি বরদাস্ত হয়।

চৈতন। আরে যেতে দেও, ও কথার আর মেজন্ করোনা। (উপবেশন করিয়া) ।

নব। কি গো পরোধরি, নিতম্বিনি, তোমার ভাল আছে তো।

পরো। হাঁ, আমার। তো আছে ভাল, কিন্তু তোমার যে বড় ভাল দেখছি নে—এখন তোমাকে ঠাণ্ডা দেখলে ঝাঁচি।

নব। আমি তো ঠাণ্ডাই আছি, তবে এখন গরম হবে—ওহে বলাই, একটু ব্যুগি দেও তো।

সকলে । ওহে আমাদের ভুলো না হে । (সকলের মন্য পান) ।

নব । ওহে কালী, তুমি যে চুপ করে রয়েছো ।

কালী । আমি ঐ বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একবারে অবাচ্ হয়েছি । শাল। এদিকে মাল। ঠকু ঠকু করে, আবার ঘুশ খেয়ে মিথ্যা কথা কইতে স্বীকার পেলেন ? শাল। কি হিপক্ৰীট ।

নব । মক্ক, সে থাক । ও পরোধরি, তোমরা একবার ওঠ না, নাচটা দেখা যাক ।

সকলে । না না, আগে তোমার ইস্পীচ ।

নব । (গাত্রোথান করিয়া) আচ্ছা ; জেটেলম্যান, আপনারা সকলে এই দেয়ালের প্রতি এবার চেয়ে দেখুন ; এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখছেন, এই সকল একত্র করে পড়লে “ জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ” পাওয়া যায় ।

সকলে । হিয়ার, হিয়ার ।

নব । জেটেলম্যান, এই সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা—আমরা সকলে এর মেম্বর—আমরা এখানে মীট করো যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে থাকি—এও উই আর জলি গুড ফেলোজ্ ।

সকলে । হিয়ার, হিয়ার, উই আর জলি গুড ফেলোজ্ ।

নব । জেটেলম্যান, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরিভিসনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি ; আমরা পুত্রলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বার। আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েছে ; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথ মন এক করে, এদেশের সোসাইয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর ।

সকলে । হিয়ার, হিয়ার ।

নব । জেটেলম্যান, তোমাদের ঘেয়েদের এজুকেট কর,

—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাত ভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে—নচেৎ নয় !

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। কিন্তু জেন্টেলম্যান, এখন এ দেশ আমাদের গঞ্জে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটী হল—অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যে খুসি, সে তাই কর। জেন্টেলম্যান, ইন্ দি নেম্ অব ফ্রীডম, লেট্ অস এঞ্জয় আওরসেলভস্ ! (উপবেশন)।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার,—হিপ, হিপ, হুরে, হু—রে; লিবরটী হল—বি ফ্রী—লেট্ অস এঞ্জয় আওরসেলভস্।

নব। ওহে বলাই, একবার সকলকে দেও না।

বলাই। আচ্ছা,—এই এমো, (সকলের মদ্যপান)।

নব। তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক। কম্, ওপেন্ দি বল্, মাই বিউটিস্।

পয়ে, মিত। নৃত্য এবং গীত।

নব। কিয়াবাৎ, জীতা রও। বৈচে থাক, ভাই।

কালী। হুরে, জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা কর এভর।

সকলে। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা কর এভর (করতালি)।

নব। চল ভাই, এখন মপর টেবিলে বাওযা বাউক।

টচতন। (গাত্রোখান করিয়া)—থ্রী চিয়ার্স কর আমাদের চ্যারম্যান—

সকলে। হিপ্, হিপ্, হিপ—হুরে ! হু—রে—হুরে।

নব। ও পয়েধরি, ভুনি, ভাই, আমার আরম্ নেও।

পয়ে। তোমার কি নেবো, ভাই ?

নব। এমো, আমার হাত ধর।

কালী। ও নিতম্বিনি, তুমি ভাই, আমাকে কেতর কর।
আহা! কি সফ্ট হাত!

সকলে। বাভো। (করতালি)।

[যন্ত্রীগণ বাতীত সকলের প্রস্থান।

তবলা। ও ভাই, দেখো তো ও বোতলটায় আর কিছু আছে কিনা।

বেহালা। "কৈ, দেখি? হ্যাঁ, আছে। এই নেও, (উত্তরের মদ্যপান)।

তবলা। আঃ, খামা মাল যে হে।

নেপথ্যে। হিপ, হিপ, তরে।

বেহালা। চল ভাই এক ছিলিম গাঁজার চেষ্টা দেখি গিয়ে—
এ ব্রাণ্ডিতে আমাদের সান্নে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।



নবকুমার বাবুর শয়ন মন্দির।

প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা, এবং হরকামিনী,
আসীন।

প্রসন্ন। এই নেও—

নৃত্য। কি খেল্লে ভাই?

প্রসন্ন। চিড়িতনের দহলা।

নৃত্য। আরে মনো, চিড়িতন যে রঙ, ত্রুপ খেল্লে কেন!

প্রসন্ন। তুই, ভাই, মিছে বকিস্ কেন ? হাতে রঙ না থাকে
পাব দে যা।

নৃত্য। এই এসো, আমি টেকা মারলেম।

হর। এই নেও।

নৃত্য। ও কিও, পাখ দিলে যে ?

হর। হাতে ত্রুপ না থাকলে পাখ দোবো না তো কি করবো।

নৃত্য। এস কমল, এবার ভাই তোমার খেলা।

কমল। আমি ভাই বিবি দিলাম।

নৃত্য। মর, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন ?

কমল। বাঃ বিবি দোবো না তো কি ? সায়েব কোথা ?

নৃত্য। এই গে সাহেব আমার হাতে রয়েছে—

কমল। আমি তো ভাই আর জ্ঞান নই।

নৃত্য। মর ছুঁড়ি, খেলার ইমারার বুঝিতে পারিস্ নে ? তোর
মোতন বোকা মেয়ে তো, আর দুটা নাই লা, তুই যদি তাস্ না
খেলতে পারিস্ তবে খেলতে আদিস্ কেন ?

কমল। কেন, খেলতে পারবো না কেন ?

নৃত্য। একে কি কেউ খেলা বলে ? তুই আমার টেকার উপর
বিবি দিলি।

কমল। কেন ? বিনীটে ধরা গেলে বুঝি ভাল হতো ?

হর। আর ভাই, মিছে গোল করিস্ কেন ?

নৃত্য। (কমলার প্রতি) কি আপোদ, যখন সায়েব আমার
হাতে আছে তখন তোর আর ভয় কি ?

কমল। বস, তুই পাগল হ'লি না কি লো ? তোর হাতে সাহেব
তা আমি টের পাব কেমন করে লা ?

নৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস্ তবে
অবিশ্যি টের পেতিস্।

কমল । ও প্রসন্ন, শুনলি তো ভাই, এমন কি কখন হয় ? বিবি ধর। গেমে, বিবি পালাবার বাগ পেলেন কি কেউ তা ছাড়ে ?

নেপথ্যে । ও প্রসন্ন—

প্রসন্ন । চুপ্ কব্ লো, চুপ্ কর, ঐ শোন, মা ডাকচেন—

নেপথ্যে । ও বোউ—

প্রসন্ন (উচ্চস্বরে) কি, মা—

নেপথ্যে । ওলো, তোর। এখানে কি করচিস্ ল।

প্রসন্ন । (উচ্চস্বরে) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়চি ।

হর । ও ঠাকুরঝি, তাস যোড়টা ভাই, হুকোও. ঠাকুরণ দেখতে পেলেন আর রক্ষে থাকবেন না ।

প্রসন্ন । (তাস বালিশের নিচে গোপন করিয়া) আর ভাই আমরা সকলে এই চাদর খানা ধরে ঝাড় তে থাকি , তা হলে মা কিছু টের পাবেন না ।

নৃত্য । আরে মলে।—আবার টেক্।—

কমল । আরে তাতে বয়ে গেল কি ? মায়েব কি বিবি ধবতে পারে না ?

হর । তোদের পায়ে পাড়ি ভাই চুপ কব্, ঐ দেখ ঠাকুরণ উপরে আসচেন । ধর, সকলে মিলে এই চাদর খানা ধর ।

(গৃহিণীর পুবেশ) ।

গৃহিণী । ওলো, তোর। এখানে কি করচিস্ ল।

প্রসন্ন । এই যে মা, আমরা দাদার বিছানা পাড়চি ।

গৃহিণী । ওমা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিছানা পাড়তে গেল ? তা হবে না কেন ? তোর। এখন সব কলিকালের মেয়ে কি মা ।

নৃত্য । কেন জেঠাইমা, আমাদের কলিকালের মেয়ে কেন ।

একেই কি বলে সভ্য

গৃহিণী। আর তোর দেখছি একায়ে কাকের সন্টার হয়ে পড়ে-
চিস। ভাগ্যে আজ নব বাতী সেই, তা নৈল হতে সে এতক
শুতে আসতো।

প্রসন্ন। ইয়া মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন গা?

গৃহিণী। ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে—?
কমল। ছোটদাদা কি তবে তাঁর জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায়
গেছেন?

হর। (জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি) তবেই হয়েছে! ও ঠাকুরঝি,
আজ দেখছি, তোর ভাগি আত্মাদের দিন! দেখ, হব তো। তোর
দাদা আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই নরক রঙ্গ বাধায়!

গৃহিণী। বউ মা কি বলছে, প্রসন্ন?

নেপথ্যে। ও বেমোল, মা ঠাকুরণ কোথায় গো? কত মশায়
ট্রটকখানা থেকে উঠেছেন।

গৃহিণী। তবে আমি যাই, তোর মা বিছানা করে শীঘ্র নীচে
আয়।

[পুস্থান।

হর। (সহাস্ত বদনে, ও ঠাকুরঝি? বল না রে সে দিন তোর
ভাই কি করেছিল?

প্রসন্ন। আ., ছি।

নৃত্য। কেন, কেন, কি করেছিল? বল না কেন, ভাই?

হর। (সহাস্ত বদনে) বল না ঠাকুরঝি?

প্রসন্ন। না, ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্, তবে
এই আমি চল্লেম।

নৃত্য। কেন? বল না কি হয়েছিল। ও ছোট বউ, তা তুই ভাই
বল্।

হর। তরে বলবো? সে দিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা থেকে

কিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটা চুমো খেলেন ; ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জন্যে ব্যস্ত, তা তিনি বললেন যে কেন ? এতে দোষ কি ? সারেরবর। যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয় ?

প্রসন্ন । ছি, যাও মেনে, বউ ।

নৃত্য । ও মা, ছি ! ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহাঙ্গা হয় গা ।

হর । আরও শোন না, আবার বাবু বলেন কি ?—

প্রসন্ন । তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লো ?

হর । কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতেও যায় না, আর বনের গায়েও হাত দেয় না, আর যা কক্ক , সে বাইউক ঠাকুরঝি, তুই ভাই তোর দাদাকে নে না কেন ? আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি ; তোর ভাতার তো তাকে একবার মনেও করে না । তা নে, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে ।

প্রসন্ন । ই্যা, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক্ ।

নেপথ্যে । ছোড় দেও হামকে ।

নেপথ্যে । তোমার পায়ে পড়ি, দাদাবাবু, এত চেষ্টায় কথা কলো না, কত মশায় ঐ ঘরে ভাত খাচ্ছেন ।

নেপথ্যে । ডেম কত মশায় ! আমি কি কারো তক্তা রাখি ?

কমলা । ঐ যে ছোট্টদাদা আসছেন ।

নৃত্য । আর, ভাই, আমরা লুকিয়ে একটু ভাণসা দেখি ।

হর । (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) না ভাই, আমার আর এসব ভাল লাগে না । আঃ, সমস্ত রাতটা যুগ থেকে পঁজাজ আর মদের গন্ধ ভক্ ভক্ করে বেরোবে এখন, আর এমন নাক্ ডাকুনি—বোধ করি মরা মানুষও শুনলে জেগে উঠে ! ছি !

কমলা । আর লো আর । (সকলের গুণ্ডভাবে অবস্থিতি) ।

(নব বাবুকে লইয়া বৈদ্যনাথের পুবেশ) ।

নব । (প্রমত্তভাবে) বোদে—নাই ওড কেলো—তৌকে
আমি স্নিকরম্ কতো চাই । তুই বুঝলি ?

বোদে । যে আজে ।

নব । বোদে,—একটা বিয়ার—না, ঐ ব্রাণ্ডি ল্যাও ।

বৈদ্য । যে আজে, আপনি বেয়ে ঐ বিছানায় বসুন । আমি
ব্রাণ্ডি এনে দিচ্ছি । (স্বগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে,
তবেই দেখছি আজ একটা কাণ্ড হবে এখন । কত ঐকে এমন
দেখলে কি আর কিছু বাকী রাখবেন ।

নব । (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও—ব্রাণ্ডি ল্যাও—
জলদি ।

বৈদ্য । আজে, এই যাই ।

[প্রস্থান ।

নব । (স্বগত) ড্যাম কত—ওল্ড ফুল আর কদিন বাঁচবে ?
আমি প্রাণ থাকতে এসভা কখনই এবলিশ কর্তে পারবো না ।
বুড়ো একবার চখ বুজলে হয়, তা হলে আর আমাকে কোন্
শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পাবে ? হা, হা, হা, ওন্ট আই এঞ্জার
মিসেল্ফ ? (উচ্চস্বরে) ল্যাও—মদ ল্যাও ।

হয় । (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্বনাশ । ওলো
ঠাকুরঝি—

প্রসন্ন । (ঐ) কি ?

হয় । ঐ দেখচিস্ কত ঠাকুরণের ঘরে তাত খেতে বসেছেন ।

প্রসন্ন । তা আমি কি করবো ?

হয় । তুই, তাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে চুপ করতে
বল না ।

প্রসন্ন। (সতরে) ওমা, তা তো ভাই আমি পারবো না।

হর। (সহাস্র বদনে) আঃ, তার দোষ কি? তুই তো ভাই আর কচি মেয়েটী নোস, যে বেটাছেলের মুখ দেখলে ডরারি? বানানা।

নব। ল্যাও—— মদ ল্যাও।

হর। ওমা? কি সর্বনাশ! (অপ্রসন্ন হইয়া) কর কি? কর্ত্ত। বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান?

নব। (মচকি) একি? পয়োধরী যে? আরে এসো, এসো। এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভাল বাস, যে এরজন্যে ক্রেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিরুজ্জ্ব বনে এসেছ—হা, হা, হা, এসো, এসো। (গাত্রোথান)।

হর। ও ঠাকুবাবু, কি বক্চে বুঝতে পারিস্ ভাই?

প্রসন্ন। (সহাস্র বদনে) ও, ভাই, তোদের কথা, আমি আর ওর কি বুঝবে।

নব। (পারিত্রাণ করিতে করিতে) এসে। ভাই, আমি তোমার ডেম্‌ড স্নেহ্। এসে—(ছুতলে পতন)।

হর, প্রসন্ন, ইত্যাদি। (অপ্রসন্ন হইয়া) ওমা, একি হলো? (ক্রন্দন)।

নেপথ্যে। কেন, কেন, কি হয়েছে?

(গৃহিণীর পুনঃ প্রবেশ)।

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া) একি, একি? এ আমার সোণার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্ছে? ওমা, কি হলো? (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওঠো বাবা, ওঠো। ওমা, আমার কি হলো! ওমা, আমার কি হলো! ও প্রসন্ন, তুই ওঁকে একবার শীঘ্র ডেকে আনত লা। (প্রসন্নের প্রস্থান) ওমা, ওমা, আমার কি হলো! (ক্রন্দন)।

মৃত্যু। উঃ, জেঠাই না, দেখ, দাদার মুখদিয়ে কেমন একটা বদগন্ধ বেকশ্বে।

গৃহিণী। উঃ, ছি! তাইতো লো। ওমা, একি সর্বনাশ! আমার ছুধের বাছাকে কি কেউ বিষ্টিবুখাইয়ে দিয়েছে না কি? ওমা, আমার কি হবে! (ক্রন্দন)।

(প্রসঙ্গের সহিত কর্তার প্রবেশ)।

কর্তা। একি?

গৃহিণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ওমা, আমার কি হবে!

কর্তা। (অবলোকন করিয়া মরোষে) কি সর্বনাশ, ব্রাদেবুঝ! হা ছুরাচার! হা নবাধম! তা কুলদ্বাদ!

গৃহিণী। (মরোষে) একি? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন কনো বক্চো কেন?

কর্তা। (মরোষে) সোনার নব! হ্যা! ওকে যখন প্রসব কনোছিলে, তখন বুখাইয়ে মেরে ফেলতে পার নি?

নব। হিবব, গিমন, লুনে।

গৃহিণী। ওমা, আমার কি হলে! এমন এলো মেলো বক্চো কেন? ওমা, হেলোটিকে তো ভুতে টুতে পার নি।

কর্তা। তোমার কি কিছুমার জ্ঞান নাই? তুমি কি দেখতে পাচ্চ না যে ও লগীছাড়া মাতাল হয়েছে!

নব। হিয়ার, হিয়ার।

কর্তা। (মরোষে) চুপ্, বেহারা, তোর কি কিছুমার লজ্জা নাই?

নব। ডাম লজ্জা, মদ্‌ল্যাও।

কর্তা। শুলুলে তো!

গৃহিণী। ওমা, আমার ছুধের বাছাকে এসব্‌কে লেখালে গা?

কর্তা। আর দেখাবে কে ? এ কলকাতা মহাশয়ী নগর—কলিকাতা
রাজধানী, এখানে কি কোন ভুল লোকের বসতি করা উচিত ?

গৃহিণী। ওমা, তাইতো, এত কে জানে, মা ?

কর্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে
শ্রীহৃদ্যাবনে বাত্মা করবো ! এ লক্ষ্মীগড়াকে আর এখানে রেখে
কাজ নেই। চল, এখন আমরা বাই। এ বাসবটা একটু ঘুমুক—
নব। হিরর, হিরর, আই সেকেন্ড দি বেজোলুমেন।

কর্তা। হার আমার বংশেও এমন কলঙ্ক জন্মেছিল ?

গৃহিণী। ও প্রসন্ন, ও কমলা, ওলো তোনা মা এখানে একটু
থেকে আর।

[কর্তা এবং গৃহিণীর প্রস্থান।]

হর। (অগ্রসর হইয়া) ও ঠাকুরঝি, এই ভাই তোর দাদার
দশা দেখ্। হায, এই কলকাতায় যে আজ্ কাল কত অভাগা
স্ত্রী আমার মতন এইকপ যন্ত্রনা ভোগ কবে তার সীমা নাই। হে
বিধাতা ! তুমি আমাদের উপর এত বাম হলে কেন ?

প্রসন্ন। তা এ আঁক আর নতুন দেখিলি না কি ? জ্ঞান তরঙ্গিণী
মতান্তে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।

হর। তা বই আর কি ভাই ? আজ কাল কলকাতায় বাঁরা
লেখা পড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটী
ভাল জন্মে। তা ভাই দেখ্ দেখি, এমন স্বামী থাকলিই বা কি আর
না থাকলিই বা কি। ঠাকুরঝি ! তাকে বলতে কি ভাই, এই সব
দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলাব দড়ি দে মরি। (স্বীয়-
নিশ্বাস) ছি, ছি, ছি ! (চিন্তা করিয়া) যেহারারা আবার বলে কি
যে আমরা মারবদের মতন দুর্ভাগ্যবান। হা আমার পোকা,
কপাল ! যদ্‌ দান করবে তাটাচি। কলিকাতা কি সত্য হয় ?—একেক
কি বলে সত্যতা ?



